দৈনিক সংবাদ
17 SEP 1988

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে সংঘর্ষ॥ ১ জন নিহত, আহত ২০

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৬ই সেপ্টেম্বর।— চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে গতকাল রাতে দু'দল ছাত্রের মধ্যে এক ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধে একজন ছাত্রনেতা নিহত ও অপর ২০ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ দু'টি ছাত্রাবাস থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার ও ৬ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। কর্তৃপক্ষ আগামী ৩ দিনের জন্য ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসগুলোতে কড়া পুলিশ পাহারা রয়েছে।

গত ১৩ই আগষ্ট রাতে দু'দল ছাত্রের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বোমাবাজির পর ইনষ্টিটিউট বন্ধ করে দেয়া হয় এবং গত বৃহস্পতিবার পুনরায় খোলার পরদিনই এই সংঘর্ষ ঘটে। গত ২ বছরে এই ইনষ্টিটিউটটি এ নিয়ে ৬ বার বন্ধ হয়েছে এবং সংঘর্ষ ঘটেছে ২১ বার।

পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ক্যাফেটেরিয়া সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে ছাত্রলীগ (হা-অ) ও ছাত্রদলের

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দেখুন)

পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট

(১ম পাতার পর)

কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং তা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। উভয়পক্ষ বোমাবাজি ও গুলী চালায়।

ইনষ্টিটিউটের শিক্ষকরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং পুলিশকে হল তল্লাশি চালাবার অনুরোধ জানান।

পুলিশ ঘটনাস্থলে যাবার পরও উভয় দল সংঘর্ষ অব্যাহত রাখে। সংঘর্ষ চলাকালেই পুলিশ ছাত্রাবাস দু'টিতে অভিযান চালায়। এবং গুলীবিদ্ধ ৩ জন ছাত্রকে একটি কক্ষ থেকে উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে মঞ্জুর হোসেন আবেদী (২২) মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রাতেই মারা যায়। আহত দিদারুল হক, এনামুল হক লিটু ও হারুনের অবস্থা আজ রাত পর্যন্ত আশংকাজনক পর্যায়ে রয়েছে। আহত বাকীরা এখনো চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ছাত্রাবাস দুটিতে অভিযান চালিয়ে ১টি দেশী বন্দুক, ২টি পাইপগান, পাইপগান তৈরীর প্রচুর সরঞ্জামাদি, ২টি তাজা কার্তুজ ৩০টি ককটেল, ৪টি কিরিচ, ২টি হকিষ্টিক ও ১৫টি বড় আকারের লোহার রড উদ্ধার করে।

পুলিশ সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় ঘটনাস্থল থেকে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, সাজেদুল বারী স্বপন, সাইদুর রহমান অলক, জয়জিত হোসেন, মেজবাহউদ্দিন মুরাদ ও তারিকুল ইসলাম নামে ৬জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ দুপুরে রিয়াজউদ্দিন বাজারের আমতলায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া চলে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আজ সকালে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ রাখা এবং হলগুলোতে পুলিশ প্রহরা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

মঞ্জুর হোসেন আবেদীর লাশের ময়না তদন্তের পর আজ দুপুরে ইনষ্টিটিউট মাঠে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তার লাশ গ্রামের বাড়ী হাটহাজারীর বুড়িশ্চরে দাফন করা হয়। নিহত মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম নগর ছাত্রলীগ (হা-অ) এবং নগর ছাত্রদল উভয়েই তাদের কর্মী বলে দাবী করেছে।